- রেল লাইন চালুকরণের পূর্বে সকল কাজ সমাপনী নকশা ও সিডিউল মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- নিম্নে উল্লেখিত কাজ চালুকরণের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক পরীক্ষার পর সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান।
- রেলওয়ে সাইডিং, গুড্স সাইডিং, মিলিটারী সাইডিং, প্রাইভেট মিল সাইডিং, সেলুন সাইডিং, পেট্রোল সাইডিং, ইরিগেশন সাইডিং ও স্পি সাইডিং স্থাপন।
- বড় সেতু নির্মাণ।
- কালভার্ট, আরসিসি পাইপ সেতু, ওপেন টপ কালভার্টস, পাইপ সেতুসহ ৪০-০´´ গার্ডার পর্যন্ত ছোট সেতু নির্মাণ।
- সেতুসমূহ পরীক্ষাকরণ।
- রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ট্রেনের গতিবেগ নির্ধারণ/বৃদ্ধিকরণ।
- ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (সাইট প্ল্যান)
- সেতুর ওপর/নীচ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ।
- সেতু উঁচুকরণ।
- সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- জরুরী পরিস্থিতিতে যেমন বন্যা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।
- "সি" শ্রেণীর আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- "সি" শ্রেণীর ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- নতুন "এ" ও "বি" এবং "বিশেষ" শ্রেণীর লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।
- লেভেল ক্রসিং গেইটের শ্রেণী উন্নীতকরণ/অবনতিকরণ।
- প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে "আশ্রয়স্থল" স্থাপন।
- রেল লেভেল ও অন্যান্য নীচু লেভেলের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন অথবা উচ্চ লেভেলে উন্নীতকরণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে পানির পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে টেলিফোন ক্যাবল অতিক্রম করণ।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- রেল সেতুর পার্শ্বে এবং নীচ দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রম করণ।
- ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ক্যাবল ও তারের রেল লাইন অতিক্রম করণের আবেদন।
- রেল লাইনের নীচ দিয়ে পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের পাইপ লাইন অতিক্রমের আবেদন।
- নদীর কূল ভাঙ্গনের দরুন এবং সেতুর উপর রেল লাইন উঁচুকরণ।
- রেল লাইনের গ্রেড পরিবর্তন।
- রেল লাইনের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন।
- স্টেশন ইয়ার্ডের সংযুক্তি ও পরিবর্তন।
- রেলওয়ে ইয়ার্ড রি-মডেলিং।
- স্টেশন চালু ও বন্ধ করণ।
- স্টেশনের শ্রেণী পরিবর্তন করণ।
- বিদ্যমান সংকেত ব্যবস্থার সংযোগ/পরিবর্তন এবং রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা চালুকরণ।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-১ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-২ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- স্টেশনে স্ট্যান্ডার্ড-৩ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।
- রেলওয়েতে অটোমেটিক ব্লক সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

- রেলওয়েতে সিঙ্গেল লাইন ও ডবল লাইনে নতুন ধরনের ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তন।
- রেলওয়েতে এ্যাকসেল কাউন্টার প্রবর্তন।
- স্টেশন ও গেইট সিগনালের সংগে লেভেল ক্রসিং গেইট ইন্টারলকিং।
- রেলওয়ে জেনারেল রুলস, রুলস ফর ওপেনিং অব এ রেলওয়ে, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, সিডিউল অব ডাইমেনশন এবং লেভেল ক্রসিং-এর স্পেসিফিকেশন সংশোধন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন।
- স্টেশন কার্যবিধি অনুমোদন।
- স্টেশন কার্যবিধির শুদ্ধিপত্র বিশ্লেষণ।
- অস্থায়ী কার্য পরিদর্শন এবং অনুমোদন।

৮। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

সরকারী রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক কাঁকনহাট ও সিতলাই স্টেশনের মধ্যবর্তী সেতু নং-৮৭ পরিদর্শন

২০১৩-২০১৪ সময়ে সরকারি রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

১৪৬.০৪ কিলোমিটার রেলপথ বার্ষিক পরিদর্শন, ৯৩.৭০ কিলোমিটার রেলপথ সাধারণ পরিদর্শন, ১৬.১০ কিলোমিটার আকস্মিক পরিদর্শন, ২০৭.৬০ কিলোমিটার বিশেষ পরিদর্শন, ২টি ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

(ক) ২টি মেজর ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত সম্পাদনকরতঃ সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।

(খ) ২টি বার্ষিক, ১টি সাধারণ, ১টি আকস্মিক ও ১টি বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া সিগনাল সম্পর্কিত ১টি বিশেষ পরিদর্শন করা হয়েছে যার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ৯৭টি সরকারি অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সরকারী রেলপথ পরিদর্শক কর্তৃক কুলাউড়া শায়েস্তাগঞ্জ সেকশনের রেল লাইন বার্ষিক পরিদর্শন

বাংলাদেশ রেলওয়ে

চট্টগ্রাম রেলভবন

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিবেশবান্ধব, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহণ খুবই জনপ্রিয় এবং কার্যকর পরিবহণ মাধ্যম। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল জনবহুল রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের সুযোগ থাকায় রেলপথের গুরুত্ব বহুগুণ বেশী। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে 'রূপকল্প-২০২১' এবং ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় রেলওয়েকে মূল-পরিবহণের মাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজ হবে ও পরিবহণ ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের আরো সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ জনসাধারণের অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশের একটি মুখ্য পরিবহণ সংস্থা। বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে মোট ২৮৬৪৩ জন নিয়মিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত আছেন। দেশের এক প্রান্তকে অন্য প্রান্তের সাথে সংযোজন করার জন্য রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল পরিবহণ ব্যবস্থা, তাই রেলপথের সার্বিক উন্নতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে গঠন করা হলেও বাংলাদেশে রেল পরিবহণের ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের পর বাংলাদেশের রেলওয়ে খাত বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এদেশে প্রথম রেলওয়ের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। তারপর ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে ১৮৭১ সালে এই রেললাইন গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের অধীনে তৎকালীন রেলওয়ে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড এর অধীনে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই বিচ্ছিন্ন এলাকায় দুটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ের বোর্ড বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বোর্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বোর্ড গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তিন সদস্যের রেলওয়ে বোর্ড চট্টগ্রামে দফতর স্থাপন করে এবং ঢাকায় একটি নবগঠিত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রেলওয়ের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। সে সময় রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান রেলওয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এবং একইসাথে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭৩ সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালরে সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং এর কার্যক্রম একজন জেনারেল ম্যানেজার এর অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭৬ সালে রেলওয়ের পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে 'রেলপথ বিভাগ' গঠন করা হয়। উক্ত রেলপথ বিভাগের সচিব ডিজি-কাম সেক্রেটারী হিসেবে জুলাই ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের অথরিটি (বিআরএ)' গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিআরএ কার্যকর থাকেনি। তবে ১৯৯৬-২০০৩ সময়কালে এডিবি-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরপর থেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও 'রেলপথ বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও নিরাপদে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং একে সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে দুই মহাব্যবস্থাপকের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম দুই জোনে বিভক্ত। দুই জোনের মহাব্যবস্থাপককে সহায়তা করেন বিভিন্ন বিশেষায়িত দপ্তর, যারা কার্য পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল থাকেন। প্রত্যেক জোন আবার দুইটি প্রধান কার্যপরিচালনা বিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলো বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক (DRM) এর অধীনে পরিচালিত হয় এবং সংস্থাপন, পরিবহণ, বাণিজ্যিক, আর্থিক, যান্ত্রিক, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস্, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক, চিকিৎসা নিরাপত্তা বাহিনীর মত বিভিন্ন বিশেষায়িত দপ্তরে বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাকে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়াও দুইজন বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (Divisional Superintendent) এর অধীনে পূর্বাঞ্চলের পাহাড়তলী ও পশ্চিমাঞ্চলের সৈয়দপুর কারখানা (Workshop) আছে। অধিকন্তু ব্রডগেজ ও মিটারগেজ লোকোমোটিভের জেনারেল ওভারহলিং-এর জন্য পার্বতীপুরে চীফ এক্সিকিউটিভের নিয়ন্ত্রণে একটি লোকোমোটিভ কারখানা ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে তা চালু আছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে সেক্টরের অধীনে রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমী (RTA), প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার অধীনে পরিকল্পনা কোষ (Planning Cell), প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের অধীনে সরঞ্জাম শাখা (Stores Department), দুই জোনের হিসাব ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরামর্শের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এর অধীনে হিসাব বিভাগ (Accounts Department) আছে।

কালের দীর্ঘ পরিক্রমা ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭ কিলোমিটার রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব স্থানকেই সংযুক্ত করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই নেটওয়ার্ক তৈরী শত বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফসল। এ জন্য আমাদেরকে ১৮৬২ সালে ১৫ নভেম্বর ফিরে যেতে হবে। যখন দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত লাইনে সর্বপ্রথম ৫৩.১১ কিঃমিঃ ব্রড গেজ রেলপথ সংযোজন করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে আরো এলাকা সংযোগ করার জন্য এই রেলপথগুলো সম্প্রসারিত ও নতুন স্টেশন স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তৎকালীন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী কর্তক রেলওয়ে গৃহীত হয়। সে সময় ১৮৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি মিটার গেজ লাইনে দুটি সেকশন চালু হয়, যার একটি হল ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ১৪৯.৮৯ কিঃ মিঃ রেলপথ এবং অন্যটি লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনে ৫০.৮৯ কিঃ কিঃ রেলপথ।

ইংল্যান্ডের রেলওয়ে কোম্পানী উনিশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ সময়ে এই সমস্ত লাইনগুলো স্থাপন ও পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক স্বার্থই তাদের এই লাইনগুলো পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরে যখন বিভিন্ন সেকশন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাদের কৌশলগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলোর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে। তাই সরকারও রেলপথের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

১৯৪২ সালে ১লা জানুয়ারিতে 'বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ে' নাম নিয়ে 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে', ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে বিভক্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই অংশের প্রায় ২,৬০৩.৯২ কিঃ মিঃ রেলপথ পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় পড়ে। এরপর ১৯৬১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে' পাকিস্তান রেলওয়ে নামে আবির্ভূত হয়। এরপর ১৯৬২ সালে পাকিস্তান রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে চলে যায় এবং রাষ্ট্রপতির ৯ই জুন, ১৯৬২নং আদেশের বলে ১৯৬২-১৯৬৩ অর্থ বছরে রেলওয়ে বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় চলে যায়।

উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহ ঃ

তাছাড়া রেলওয়ের উন্নয়নে বর্তমানে ৪৮টি প্রকল্প চলমান আছে, যার মধ্যে ৪৩টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহণ সেবার মানোন্নয়ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক' সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) এবং রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নসহ রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ লক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলপথে পূর্বাঞ্চলে ২২৭টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ২৩৯টি স্টেশনসহ মোট ৪৫৮টি স্টেশন রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলে ৬৫৯.৩৩ কিঃ মিঃ ব্রডগেজ (১৬৭৬ কিঃ মিঃ) ও পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩৪.৬৭ কিঃ মিঃ মিটারগেজ (১০০০ মিমি) অর্থাৎ সারাদেশে মোট ২৮৭৭.১০ কিঃ মিঃ রেলপথ রয়েছে। ২৮৭টি লোকোমোটিভ, ১৪৮৯টি যাত্রীবাহী কোচ এবং ৯০০৫টি ফ্রেইট ওয়াগন রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

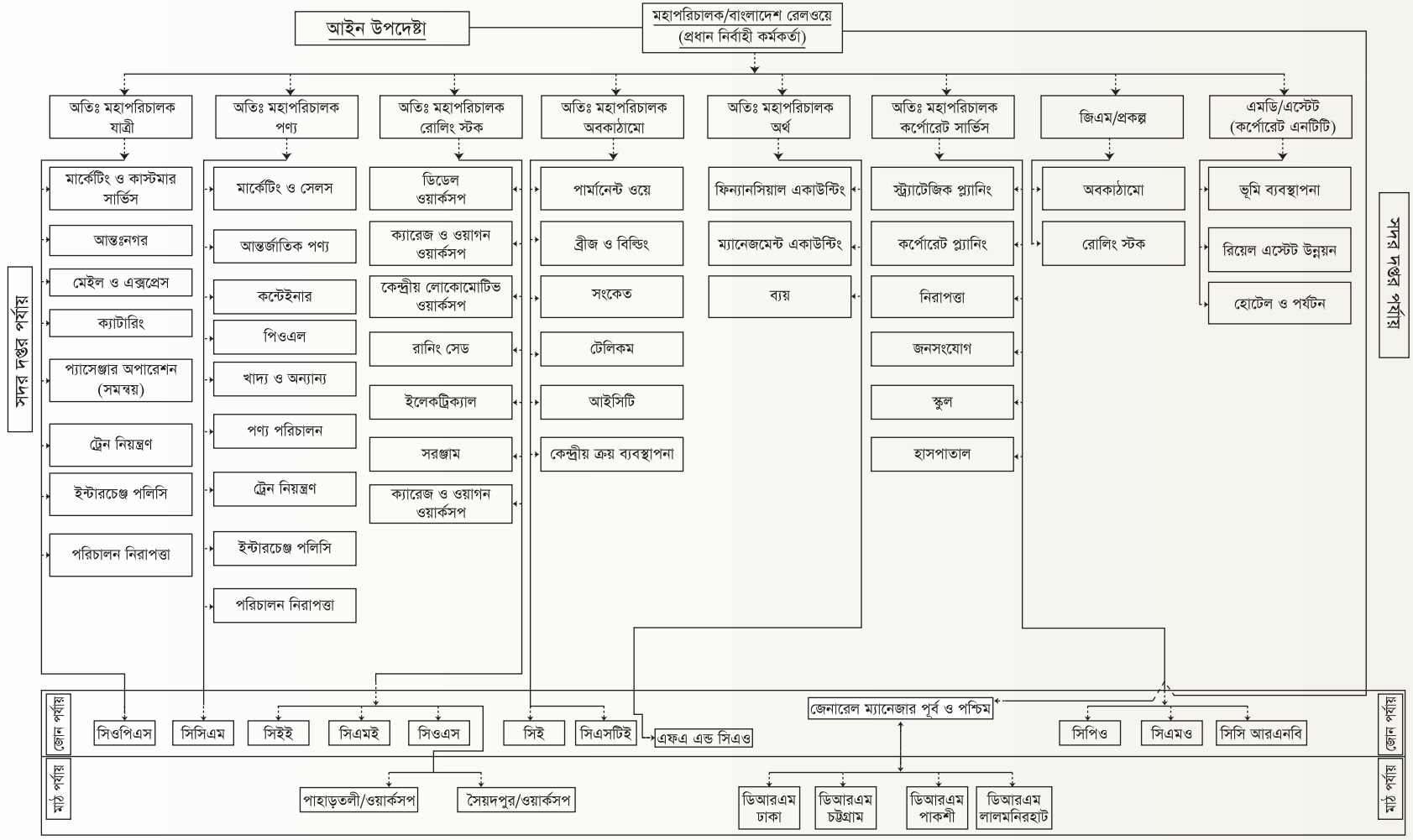

বাংলাদেশ রেলওয়ে
সিটিজেন চার্টার

বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সিটিজেন চার্টার

ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সমস্ত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সেবা প্রদান করে।
- এছাড়াও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আন্তঃদেশীয় যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সেবা প্রদান করে।

খ) যেভাবে সেবা প্রদান করে ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহণের জন্য আন্তঃনগর, মেইল/এক্সপ্রেস, কমিউটার ও লোকাল ইত্যাদি ধরণের ট্রেন পরিচালনা করে। এছাড়া চাহিদা সাপেক্ষে মিলিটারী স্পেশাল, পিলগ্রিম স্পেশাল, বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন ইত্যাদি পরিচালনা করে। জরুরী প্রয়োজনে আন্তঃনগর ট্রেন সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও চালানো হয় ও প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অতিরিক্ত কোচ বিভিন্ন ট্রেনে সংযোজন করা হয়।
- আন্তঃনগর, মেইল, এক্সপ্রেস, কমিউটার ও লোকাল ট্রেন পরিচালনার জন্য রেলওয়ে সময়সূচী প্রণয়ন করে সে মোতাবেক এ সমস্ত ট্রেন পরিচালনা করে। সময়সূচী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার ছাড়াও স্টেশনের টাইম-টেবিল বোর্ডে-লিখিত থাকে।
- ট্রেনের সময়সূচী ইন্টারনেটের সাহায্যেও জানা যায়। ইন্টারনেটে রেলওয়ের ঠিকানা www.railway.gov.bd
- কোন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য কোন ট্রেনে, কোন শ্রেণীর ভাড়া কত তা স্টেশনের ভাড়ার তালিকা থেকে জানা যায়। মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে শীতাতপ ও প্রথমশ্রেণী এবং আন্তঃনগর ট্রেনের সকল শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট কম্পিউটারাইজ্ড সিস্টেমের আওতায় ভ্রমণের ০৫ দিন পূর্বে ক্রয় করা যায়।

(গ) যাত্রী সুবিধা ঃ

স্টেশনে ঃ

- বুকিং ও রিজার্ভেশন।
- ওয়েটিং রুম।
- প্লাটফর্ম ও প্লাটফর্ম সেড।
- বসার জন্য বেঞ্চ।
- টয়লেট সুবিধা।
- গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সমূহে যাত্রীদের জন্য রিফ্রেসমেন্ট রুমের ব্যবস্থা এবং হালকা নাস্তা ও খাবারের দোকান আছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এ সকল রিফ্রেসমেন্ট রুম ও খাবারের দোকানে খাবারের মূল্য তালিকা টানোনো থাকে।
- যাত্রী সাধারণের নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ফেনী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া স্টেশনে পাবলিক রিটায়রিং রুম আছে।
- পানীয় জল।
- রাত্রীকালীন বাতি।

ট্রেনেঃ

- ফ্যান।
- লাইট।
- টয়লেট (পানিসহ)।
- কুশনযুক্ত বসার আসন।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।

যাত্রীদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল আন্তঃনগর ট্রেনে খাবার গাড়ী সংযোজন করা থাকে। যেখানে নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়। করিডোরের মাধ্যমে ট্রেনের যে কোন প্রান্ত থেকে খাবারের গাড়ীতে গিয়ে খাবার গ্রহণ করা যায়। যাত্রীদের সুবিধার্থে এ সকল খাবার গাড়ীতে খাবারের মূল্য তালিকা টানানো থাকে।

- আন্তনগর ট্রেন সমূহে কন্ডাক্টর গার্ড ও এ্যাটেনডেন্ট।
- আন্তঃনগর ট্রেনে পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে রুচি সম্মত সংগীত পরিবেশন করার পাশাপাশি যাত্রীদের জ্ঞাতার্থে বিশেষ তথ্যাদি প্রচার এবং বিরতি স্টেশনের নাম উল্লেখপূর্বক স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্বে যাত্রী সাধারণকে অবহিত করা হয়।
- সকল আন্তঃনগর ট্রেনে এক প্রান্তে/ উভয় প্রান্তে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা আছে। দুই কোচের মধ্যবর্তী ভেস্টিবিউল ও করিডোরের মাধ্যমে যে কোন কোচের যাত্রী এ নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারেন।
- প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (কর্তব্যরত গার্ডের কাছে থাকে)।

(ঘ) যাত্রী তথ্য কেন্দ্রঃ

- যাত্রী সাধারণের ট্রেনের সময়সূচী, ভাড়া অন্যান্য তথ্যাবলী এবং দৈনন্দিন ট্রেন চলাচলের খবরাখবর জানার সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও খুলনা স্টেশনে অনুসন্ধান অফিস আছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন সমূহে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে পাবলিক এড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেন যাওয়া আসার খবরাখবর সহ বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার করা হয়।

(ঙ) অন্যান্য বিবিধ যাত্রী সুবিধাঃ

- প্রত্যেক স্টেশনে টিকিট বিক্রির জন্য এক বা একাধিক কাউন্টার থাকে। যে স্টেশনে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নাই সে স্টেশনের যাত্রীগণ ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে টিকিট কিনে রেলে ভ্রমণ করতে পারেন।
- বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ দন্ডনীয় অপরাধ। রেলওয়ে আইনে বিনা টিকিটে রেলভ্রমণের জন্য জেল ও জরিমানার বিধান আছে।
- একজন শীতাতপ শ্রেণীর যাত্রী ৫৬ কেজি, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ৩৭.৫ কেজি, শোভন শ্রেণীর যাত্রী ২৮ কেজি এবং সুলভ অথবা ২য় শ্রেণীর যাত্রী ২৩ কেজি মালামাল বিনা ভাড়ায় সংগে নিতে পারেন।
- অতিরিক্ত মালামাল থাকলে একজন যাত্রী মাশূল পরিশোধ সাপেক্ষে তা লাগেজ হিসেবে নিজ গন্তব্য পর্যন্ত নিতে পারেন। বড় বড় স্টেশন গুলোতে লাগেজ বুকিংয়ের জন্য আলাদা কাউন্টার রয়েছে।
- একজন যাত্রীর সঙ্গে ৩ (তিন) বছরের কম বয়সী শিশু বিনা ভাড়ায় ট্রেন ভ্রমণ করতে পারবে। ৩ (তিন) বছরের বেশি অথচ ১২ বছরের কম বয়সী যাত্রী সকল শ্রেণীতে দুই-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় রেল ভ্রমণ করতে পারবে। তবে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে ৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ৫০% ভাড়া দিয়ে যেকোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারে।
- বিভিন্ন সামরিক/আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ নিজ বিভাগ থেকে ওয়ারেন্ট নিয়ে স্টেশনে জমা দিয়ে রেলভ্রমণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।
- ছাত্র, বিএনসিসি, স্কাউট, গার্লস গাইডগণ রেয়াতী ভাড়ায় রেলভ্রমণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নিয়মাবলী নিকটস্থ স্টেশন মাস্টার এর নিকট থেকে জানা যাবে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণ বিনা ভাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সনদধারী সকল প্রতিবন্ধী একজন সহগামীসহ ৫০% রেয়াতী ভাড়ায় আন্তঃনগর ট্রেনের শোভন ও সুলভ শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে পারবেন।

- মালামাল পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের অনেক ধরনের ওয়াগন আছে। ব্যবসায়ীগণ নিকটস্থ স্টেশন মাস্টার অথবা গুড্‌স সহকারীর নিকট থেকে মালামাল বোঝাইয়ের নিয়মাবলী ভাড়ার হার জেনে রেলযোগে মাল পরিবহণের সুযোগ নিতে পারেন।
- রেলযোগে অধিকহারে মালামাল পরিবহণের জন্য রেলওয়ে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সাইডিং সুবিধা দিয়ে থাকে।
- পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে মালামাল আমদানী ও ভারতে মালামাল রফতানীর জন্য বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(চ) সেবা প্রদানের সময়সীমা ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবা দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই কার্যকর থাকে। যাত্রী ও ব্যবসায়ীগণ নিকটস্থ স্টেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন।
- রেলওয়ের সেবা সাধারণতঃ ওয়ান টাইম হয়ে থাকে। তবে নিয়মিত ভ্রমণকারী যাত্রীগণ মাসিক টিকিট সংগ্রহ করে রেলভ্রমণ করতে পারেন। টিকিট সংগ্রহ করার পর থেকে গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত একজন যাত্রী রেল কর্তৃপক্ষের নিকট ট্রেনে সংরক্ষিত আসনের নিশ্চয়তা, চলন্ত ট্রেনে ভ্রমণের উপযুক্ত পরিবেশ, নিজের ও সঙ্গের মালামালের নিরাপত্তা দাবী করতে পারেন। একইভাবে একটি পণ্যের মালিকও তাঁর বোঝাইকৃত পণ্যের যথাযথ নিরাপত্তা দাবী করতে পারেন।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও রাত্রীকালীন যাত্রীবাহী ট্রেন সমূহে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রেলওয়ে পুলিশ নিয়োজিত থাকে।
- রেলওয়ের সম্পদ ও বুককৃত মালামালের নিরাপত্তার জন্য স্টেশন ও বিভিন্ন যাত্রীবাহী এবং মালবাহী ট্রেনে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত থাকে।

(ছ) যথাযথ সেবা না পেলে প্রতিকারের নিয়মাবলী ঃ

- ট্রেনের গার্ড ও স্টেশন মাস্টারের নিকট অভিযোগ বহি থাকে। ট্রেন চলাচল ও যাত্রী সেবা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা অভিযোগ বহিতে লিপিবদ্ধ করা যায়।
- কোন ট্রেন বাতিল হলে অগ্রীম টিকিট ক্রয়কারী যাত্রীকে টিকিটের পূর্ণমূল্য ফেরত দেয়া হয়। কোন যাত্রী নিজ থেকে যাত্রা বাতিল করলে নির্দিষ্টহারে ক্লার্কেজ চার্জ কর্তন সাপেক্ষে ভাড়ার টাকা ফেরত পেতে পারেন।
- কোন যাত্রীর নিকট বিক্রিত টিকিট অনুযায়ী আসনের ব্যবস্থা করা না গেলে তিনি নিজ ইচ্ছামাফিক খালি থাকা সাপেক্ষে উচ্চতর শ্রেণীতে টিকিট রূপান্তর করে রেলে ভ্রমণ করতে পারেন। নিম্নতর শ্রেণীতে ভ্রমণ করলে ভাড়ার পার্থক্য বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক দপ্তরে আবেদন করে ফেরত পেতে পারেন। প্রারম্ভিক স্টেশনে এরূপ ক্ষেত্রে যাত্রী ক্রয়কৃত টিকিট ফেরত দিয়ে পূর্ণ ভাড়া ফেরত নিতে পারেন।
- রেলওয়ের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কোন যাত্রী আহত অথবা নিহত হলে রেলওয়ে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।
- মালামালের ক্ষেত্রে ওজন, প্যাকিং ও গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে। রেলওয়ের কারণে বুককৃত মালামাল খোয়া গেলে, নষ্ট হলে প্রমাণ সাপেক্ষে বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা অথবা প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক দপ্তরে আবেদন করে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- কোন মালামাল রেলওয়ের কারণে গন্তব্যে পৌঁছানো না গেলে যে পর্যন্ত পরিবহণ করা হয়েছে সে পরিমাণ দূরত্বের ভাড়া ফেরত দেওয়ার বিধান আছে।
- মালামাল পৌঁছানের জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত না থাকলেও যথাসম্ভব দ্রুত গন্তব্যে মালামাল পৌঁছানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ রেলওয়ে সবসময় সচেষ্ট থাকে।

(জ) বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী সাধারণের নিকট নিম্নলিখিত সহযোগিতা কামনা করে ঃ

- যাত্রীদের ব্যবহার্য জিনিস সমূহ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রেল অঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- সহযাত্রী ও কর্তব্যরত রেল কর্মীদের সঙ্গে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণ করা।
- প্রকাশ্য ও নিষিদ্ধ স্থানে ধুমপান করা থেকে বিরত থাকা ও অন্যকেও বিরত রাখা যাতে সহযাত্রীদের অসুবিধা না হয়।
- টিকিট ক্রয়কালে সুশৃঙ্খল ভাবে লাইনে দাড়িয়ে টিকিট ক্রয় করা।
- ভারী লাগেজ থাকলে তা বুক করে লাগেজ ভ্যানে দিয়ে নিরিবিলি ভ্রমণ করা।
- উপযুক্ত ও যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ট্রেনের শিকল না টানা এবং শিকলের অপব্যবহার প্রতিহত করা।
- ট্রেনে নিষিদ্ধ, বিপদজনক ও দাহ্য পদার্থ নিয়ে ভ্রমণ না করা।
- অবৈধ ব্যক্তি, টাউট বা দুষ্ট লোকদের নিকট থেকে টিকেট ক্রয় না করে রেলওয়ের নির্ধারিত কাউন্টার থেকে টিকেট ক্রয় করা এবং এ ধরনের কাউকে দেখা গেলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- ক্রয়কৃত টিকেট অনুযায়ী নির্ধারিত ট্রেন, শ্রেণী ও আসনে আসন গ্রহণ এবং ভ্রমণ করা। নিম্ন-শ্রেণীর টিকেটে উচ্চ শ্রেণীতে, নির্ধারিত আসন ছাড়া অন্য আসনে বা এক ট্রেনের টিকেটে অন্য ট্রেনে ভ্রমণ না করা।
- ট্রেন টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় টয়লেট ব্যবহার না করা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে জাতীয় সম্পদ। ইহার অপব্যবহার, নষ্ট, হরণ ও তছরুফ প্রতিহত করা সকলের নাগরিক দায়িত্ব।

(ঝ) রেলওয়ের সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিকার লাভের জন্য নিম্নোক্ত দপ্তর সমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ

- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকা
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৭)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৮)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী, পাবনা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩০)
- বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৫০৬১৩৬)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৪৩)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬২৬)
- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫৫)
- বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫০)
- স্টেশন ম্যানেজার, ঢাকা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬১২)
- স্টেশন ম্যানেজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৫৫০)
- স্টেশন ম্যানেজার, সিলেট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।
  (মোবাইল নং-০১৭১১-৬৯১৬৫৬)

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো

ক্রমিক	শ্রেণী	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
০১	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৫৪৮	৪৩৮	১১০
০২	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৩৬৫	৮৫২	৫০৪
০৩	৩য় শ্রেণী	২১৮৭৬	১৪৮০৯	৭০৬৭
০৪	৪র্থ শ্রেণী	১৬৪৮৪	১২৫৪৪	৩৯৪০
০৫	**মোট**	**৪০২৬৪**	**২৮৬৪৩**	**১১৬২১**

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ইয়ার্ড রি-মডেলিং

২০১৩-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সাফল্য

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। রূপকল্প, ২০২১ (Vision, 2021) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে ব্যাপক কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টরটি অবহেলিত ছিল। ইতোপূর্বে ২৩শে জুন, ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুর ওপর রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করার মাধ্যমে দেশের পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে তথা রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু চালুর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। পরবর্তীতে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জিওবি ও বৈদেশিক অর্থায়নে মোট ঃ ১৮৩১০.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮ টি নতুন প্রকল্প এবং ৭৭০২.৩৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কোন কোন প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শেষ হওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, কমিউটার ট্রেনসহ নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ, সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ রেলওয়েকে ঢেলে সাজাতে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং সাফল্যের বিবরণ এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (অনুন্নয়ন)

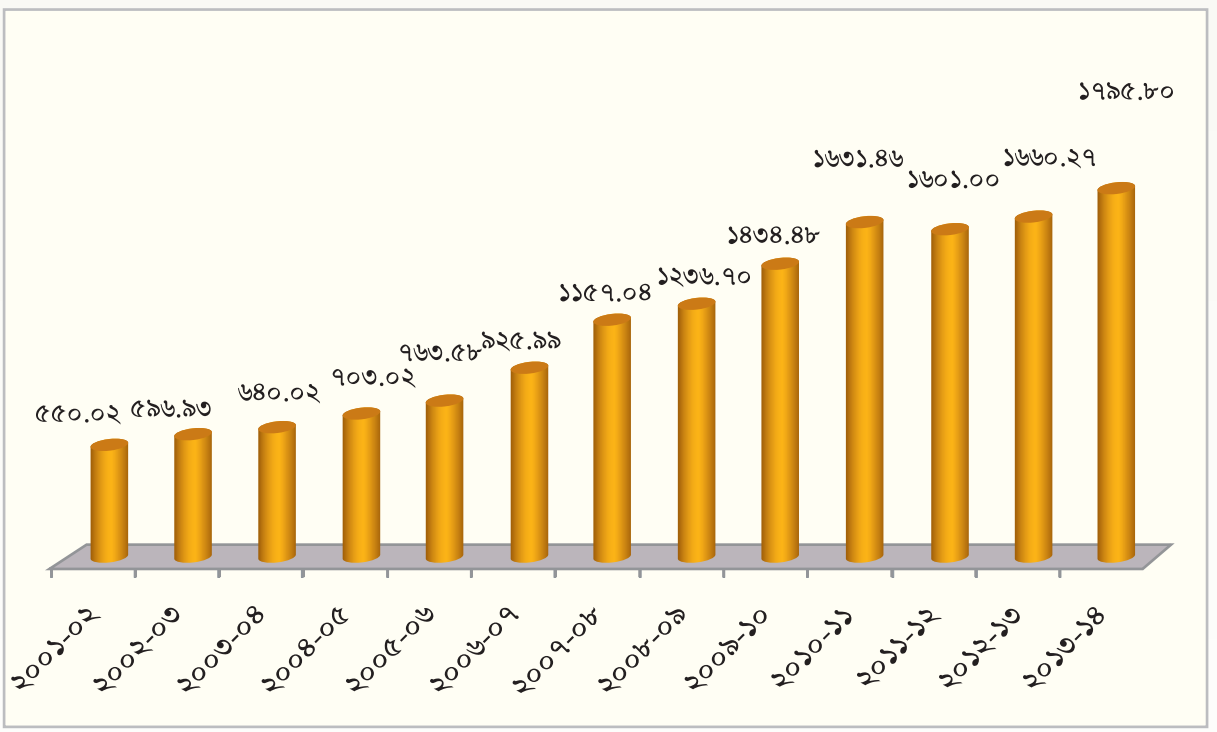

১। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ঃ

- বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৩৭৭৭.৭২ কোটি টাকা (জিওবি-১৭৬৪.১৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-২০১৩.৫৫ কোটি টাকা) ব্যয়ে ৪০টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৪টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের কাজ আগামী ২০১৬ সালের মধ্য সমাপ্ত হবে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র(উন্নয়ন)

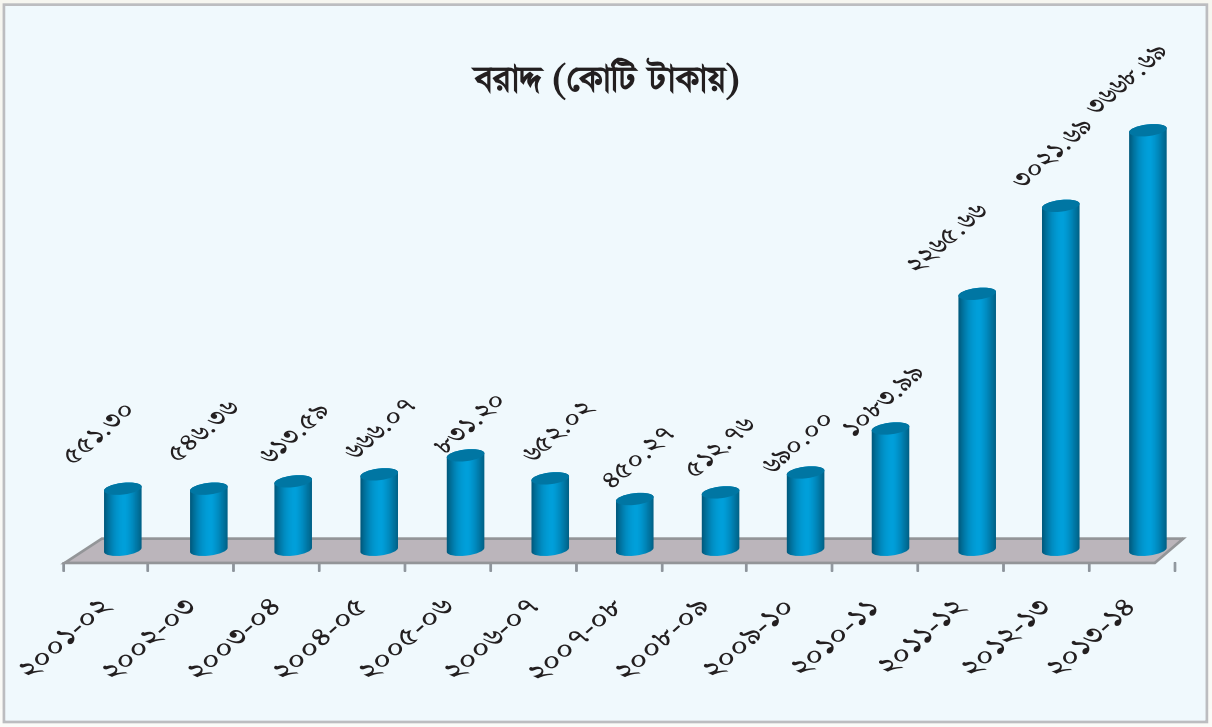

২। রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নতুন ট্রেন চালু করার একটি বড় বাধা হল ডাবল লাইন না থাকা। বর্তমান সরকার এজন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করেছে, যেমন ঃ

- এডিবি'র অর্থায়নে টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ৬৪ কিঃমিঃ ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে যা আরডিপিপির প্রস্তাব অনুযায়ী জুন ২০১৬ তারিখে শেষ হবে।
- জাইকা-এর অর্থায়নে চিনকী আস্তানা-লাকসাম সেকশনে ৬১ কিঃমিঃ ডাবল লাইন-এর কাজ গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৫ তে শেষ হবে।
- চট্টগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং-এর কাজ গত নভেম্বর ২০১১ থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে শেষ হবে।
- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ১০-৯-২০১৩ তারিখে ২য় ভৈরব সেতু এবং ২৬-০৯-১৩ তারিখে ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

- ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ঢাকা-টংগী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টংগী জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প ১৩-১১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- লাকসাম-আখাউড়া সেকশনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ৭২ কিঃ মিঃ ডাবল লাইন নির্মাণের সমীক্ষা ও ডিজাইনের কাজ চলমান আছে।

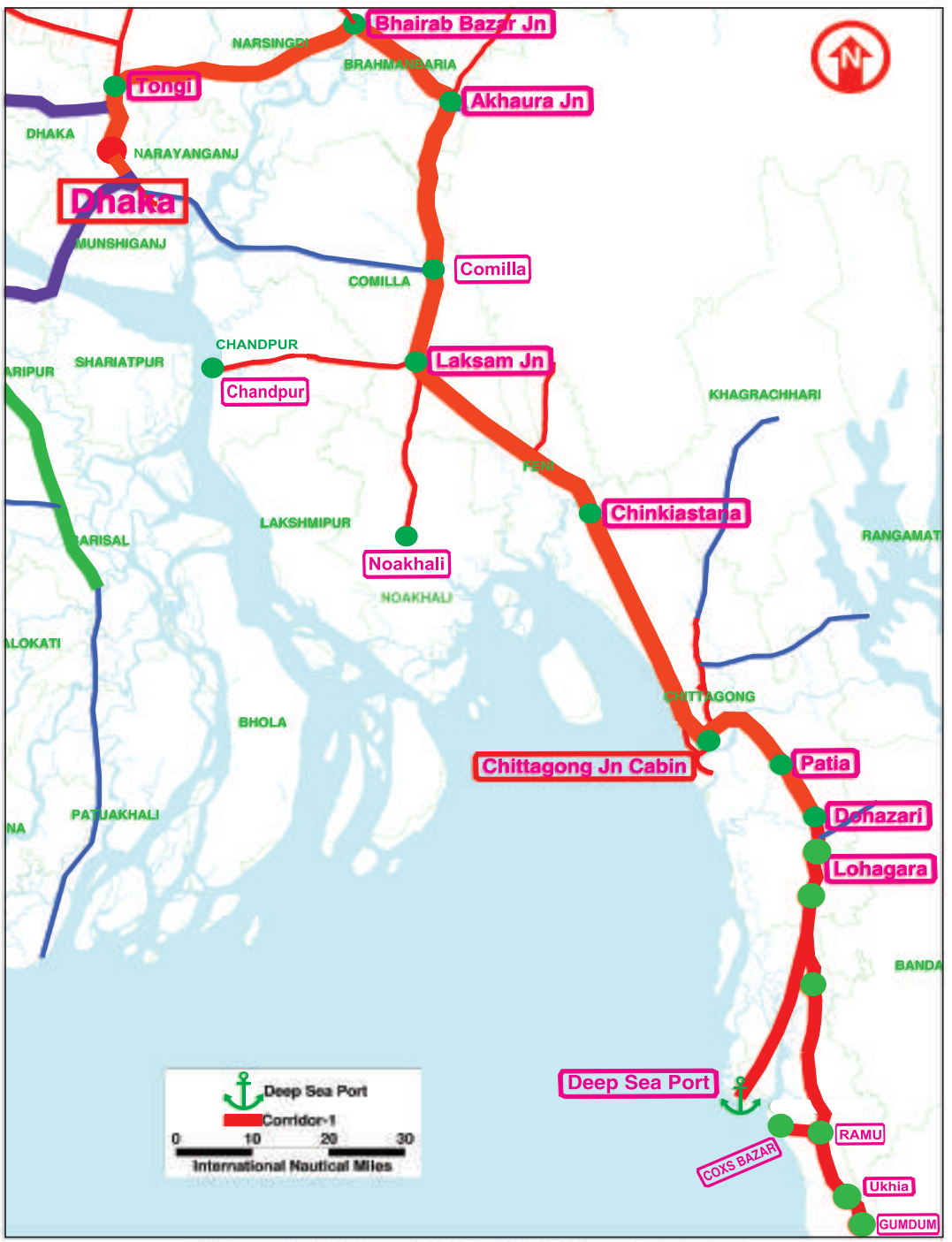

Corridor- 1: Dhaka - Chittagong -- Cox's Bazar - Deep sea port

৩। রেলপথ সম্প্রসারণ ও নতুন রেলপথ নির্মাণ ঃ

- তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ৩৫ কি:মিঃ রেললাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ভারতীয় ঋণের আওতায় খুলনা হতে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও এ্যালাইনমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশদ ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।
- বগুড়া হইতে সিরাজগঞ্জ রায়পুর হয়ে যমুনা সেতুর নিকট সদানন্দপুর পর্যন্ত মিটারগেজ রেললাইন স্থাপনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করে গত ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪-৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- ঈশ্বরদী হতে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৫৫ কিঃ মিঃ নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে।
- দর্শনা-মুজিবনগর রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।
- নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে।
- দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিঃমিঃ সিঙ্গেল মিটার গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪। রেলপথ পুনর্বাসন ঃ

বিদ্যমান ৯৪৮ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৮৯.৪৪ কিলোমিটার রেললাইন (লালমনিরহাট-বুড়ীমারী ৯৫ কিলোমিটার, পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর ২৬.৫ কিলোমিটার, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ৮১ কিলোমিটার, রাজশাহী-রোহনপুর ৯২ কিলোমিটার, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ২০.৮ কিলোমিটার, গৌরিপুর-জারিয়া-ঝাঞ্জাইল ৭৮.৬৪ কিলোমিটার, ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই ৩৭.৫ কিলোমিটার, ময়মনসিংহ-জামালপুর ৮৬ কিলোমিটার, ষোলশহর-নাজিরহাট ২৪ কিলোমিটার, লাকসাম-চাঁদপুর ৫ কিলোমিটার, তিস্তা-রমনাবাজার ৪৮ কিলোমিটার, পোড়াদহ-গোয়ালন্দ ২১ কিলোমিটার, সৈয়দপুর-চিলাহাটি ১৫ কিলোমিটার, পশ্চিমাঞ্চলের মেইন লাইনের অবশিষ্ট কাজ ৪১ কিলোমিটার, সৈয়দপুর ওয়ার্কসপ ১৮ কিলোমিটার) পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল পর্যন্ত (১৩৯ কিলোমিটার) মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর এবং বিরল-বিরল বর্ডার (৯ কিঃমিঃ) সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ চলমান আছে।

টঙ্গী-ভৈরব ডাবল লাইন নির্মানাধীন রেলপথ

৫। রোলিং স্টক সংকট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিশেষ করে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ৯টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- যানজট নিরসনে কমিউটার ট্রেন চালু করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে চীন হতে ২০ সেট (৩ ইউনিটে ১ সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) বা ডেমু ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সংগৃহীত ডেমু দ্বারা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম সার্কুলার কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

- ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় ডলার ক্রেডিটের লাইনের বিপরীতে রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহের জন্য ২টি পৃথক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৬টি লোকোমোটিভ বাংলাদেশ রেলওয়ে বহরে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য ১৬৫টি ব্রডগেজ এবং ৮১টি মিটারগেজ ট্যাংক ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। কন্টেইনার পরিবহণের জন্য ২২০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন পাওয়া গেছে।
- জাইকা অর্থায়নে ২০১৩ সালে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দরপত্র কারিগরী মূল্যায়নাধীন রয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জিওবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ১৭০টি এমজি এবং ৫৬টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন শেষে রেলওয়ে বহরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীবাহী ট্রেন

৬। জনবল সংকট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রায় ১৫১৭২টি শূন্য পদ রয়েছে যার মধ্যে ১৩১২১টি পদ পূরণের সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৯৩টি ক্যাটাগরিতে ৩,৮৩২টি শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অবশিষ্ট শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া গার্ড, লোকোমাস্টার, স্টেশন মাস্টার, বুকিং সহকারী ও পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি পদে প্রায় ৪৬১ জন কর্মচারীকে ২ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ওয়ার্কশপের রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৬১ জন কর্মচারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যার কার্যক্রম চলমান আছে।

৭। যানজট নিরসনে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিটিকে একুশ শতকের উপযোগী আধুনিক শহরে রূপান্তরসহ যানজট দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ঢাকার সাথে পার্শ্ববর্তী শহরে আরো কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডেমু ট্রেন দ্বারা চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম শহরের চারিদিকে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে রাজশাহী, খুলনা, রংপুরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

টঙ্গী-ভৈরব প্রকল্পে রেললাইন নির্মাণের চলমান কাজ

৮। রেলওয়ের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

স্বাধীনতা পরবর্তী রেলওয়ের উন্নয়নে তেমন কোন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সময়ে সময়ে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে রেলওয়ের অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ, রোলিংস্টক, কোচ, ওয়াগন ইত্যাদি সংগ্রহ কার্যক্রম যথাযথ এবং পরিকল্পিতভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অর্থাভাবে মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে করতে না পারায় রেলপথ, সেতু ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা জরাজীর্ণ ও ট্রেন চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অপর্যাপ্ত রোলিংস্টক দিয়ে ট্রেন সার্ভিস সচল রাখতে গিয়ে একদিকে যেমন সময়ানুগ ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি রেলওয়ের যাত্রীসেবার মানও ঠিক রাখা যাচ্ছে না।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে রেল সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অক্টোবর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ে দেশব্যাপী রেলপথ ও রেল সম্পদের (লোকোমোটিভ, ক্যারেজ, রেলপথ, রেল সেতু, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সংকেত ও টেলিযোগাযোগ, স্টেশন বিল্ডিং ইত্যাদি) ওপর যে সহিংসতা ঘটে তাতে কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো রেলওয়ের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ রুটে ডাবল লাইন না থাকা;
- দীর্ঘপথে কার্গো পরিবহণ ক্যাপাসিটির অভাব;
- রেলওয়ের মার্কেটিং ও কর্পোরেট সেবার দুর্বলতা;
- অসম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ;
- স্টেশনসমূহে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে মাল্টিমোডাল পরিবহণ সুবিধা না থাকা;
- মাল্টিমোডাল পরিবহণ সুবিধাসহ পর্যাপ্ত আইসিডি না থাকা;
- রেলওয়ের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় হ্রাস পাওয়া;
- রেলওয়ের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় দক্ষতার অভাব;

৯। নতুন ট্রেন চালুকরণ ঃ

২০০৯ সালের শুরু থেকে অদ্যাবধি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ৮৪টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে এবং ২৪টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে।

সরকারি অর্থায়নে সংগৃহীত ডিইএমইউ কোচ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন। (কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ২৪ এপ্রিল, ২০১৩)